

হজরত আয়েশার (রাঃ) সাক্ষাতকার

(৪)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

- দিনান্তে ক্লান্ত অবসানে এক খানা ছোট কম্বল গায়ে জড়িয়ে আমরা দু-জন শুয়ে আছি। হঠাৎ করেই উনি (মোহাম্মদ) বলেন ‘ দেখো আয়েশা জিব্রাইল এসেছেন, তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।’ আমি বললাম, হুঁ, আপনি যা দেখতে পান, আমি তা পাইনা। তার প্রতিও আমার সালাম।

অলস রাতের এমন একটি লোভনীয়, আশা-আনন্দঘন মুহুর্তে কোন্ নারীর দায় ঠেকেছে উষ্ণ-কম্বলখানি দূরে সরিয়ে পাশফিরে তাকিয়ে দেখে, কে আসলো আর কে গেলো? লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কেউ যদি দাঁড়িয়েই থাকে, একজন নারীর তাতে কি-ইবা আসে আর যায়? উনি বিছানায় আসেন বাই-রটেশন। আমার বিছানায় আর পা তুলবেন সেই ১২/১৩ দিন পরে। সে সময় আমি তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করা কিংবা অসীকার করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হতো?

- আয়েশা আপনি শুধু সুন্দরীই নন, বুদ্ধিমতিও। একজন বুদ্ধিমতি নারী হয়ে হজরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে গেলেন কেন? কমপক্ষে দশ হাজার নিরপরাধ মুসলমানের গলা কাটা হলো। আপনি কি মনে করেন আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল?

- আমি জেনে বুঝে, আরো অন্যান্য বিশেষ সাহাবীগণের সাথে আলাপ আলোচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ভুল হয়েছিল সেদিন আলীর খেলাফত অসীকার করে, আলাদা একটি রাজনৈতিক দল গঠন না করা। জনমত আমার পক্ষেই ছিল। তার প্রমান, যুদ্ধে আলীর সৈন্য-সংখ্যা ছিল বিশ হাজার আর আমার পক্ষে ছিল তিরিশ হাজার। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে আরো কিছুটা সময় নেয়া উচিত ছিল। আমার বেশ কিছু নিকটাত্মীয় না-বুঝেই আলীর পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। সময় নিয়ে তাদেরকে আমার পক্ষে আনা উচিত ছিল।

- কিন্তু কেন? আপনি কেন এতবড় একটা ঘটনার কারণ হবেন? শুধু আপনারই কারণে আল্লাহ ও জিব্রাইলকে তাদের অন্যান্য জরুরী কাজ স্থগিত রেখে ইমারজেন্সী মিটিং করে সংবিধানে নতুন নতুন আইন সংযোজন করতে হয়েছে। কোরআন শরীফের পূর্ণ একটি সূরা’ই নাজিল হয়েছে আপনাকে উদ্দেশ্য করে। লোক মুখে রটনা আছে, আপনার কারণেই পর্দা প্রথা, নারীকে গৃহে অবরোধ থাকার নির্দেশ, এমনকি নবী-পত্নীদের বিধবা-প্রথাও সম্ভবত আপনারই কারণে।

- আমি জানি। আমার ওপর শুধু আমার স্ত্রীসঙ্গই নয় বরং নবী পরিবারের অনেক সদস্য সহ সয়ং নবীরও অভিযোগ আছে। দেখুন আমি খুবই আত্মসচেতন, স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবাদী মানুষ। নীরবে অন্যায় সহ্য করতে পারিনা। অনেকে আমাকে অহংকারীর অপবাদ দেন। আসলে নবীজীর অনেক লোভী পরশ্রীকাতর সাহাবী ও আত্মীয়-স্বজন আমার রূপ ও মেধায় সাংঘাতিক হিংসাপরায়ন ছিলেন। তেরো সতীনের ঘরে আমিই একমাত্র মহিলা, যার নবীজীর সাথে বিয়ের আগে অন্য কারো সাথে বিয়ে হয়নি। আমার সংসার ছিল সকল বিধবা আর তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের আস্তানা। হাফসার মত মানুষ, মাত্র ১৮ বছর বয়স, ৫৬ বৎসর

বয়সের মানুষের ঘর করতে এলো আমার সাথে রাত ভাগাভাগি করতে। অবশ্য সে ইচ্ছে করে আসেনি, তাকে জোর করে দেয়া হয়েছিল। তাদের পরিবারটাই ছিল সন্দ্রাসী টাইপের। ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। হাফসার বাবা জানেন আমি আবু-বকরের মেয়ে, মোহাম্মদের স্ত্রী। তারপরও কোন্ বিবেকে হাফসাকে নিয়ে এলেন আমার বাবার কাছে বিয়ে দিতে? আমার বাবা যখন রাজী হননি, তিনি হাফসাকে নিয়ে গেলেন উসমানের কাছে। উসমান গ্রহন করলেননা, নিয়ে এলেন আমার সামীর কাছে। কেন মদীনায় কি যুবক পুরুষের আকাল পড়েছিল? হাফসাকে তিন স্ত্রীনের ঘরে দিয়ে তার বাবা বলে গেলেন ‘দেখো মা, রূপের অহংকারী আয়েশা যেন তোমাকে বিরক্ত করতে না পারে, তার থেকে তুমি দূরে থেকে।’ আমি তাঁর কি ক্ষতি করেছিলাম? আমার রূপে তাঁর এতো ঈর্ষা কেন?

পর্দার কথা বলছেন? ওটাও ঐ হাফসার পিতা জনাব ওমরের নারীর প্রতি তাঁর ঘৃণার ফসল। বাড়ির পাহারাদার চতুষ্পদ জন্তুটিও রাতে মাঝে-মাঝে ঘুমায়, কিন্তু উনি ঘুমাতেননা। নিশাচরের মত সারা রাত বাড়ি বাড়ি চষে বেড়াতেন আর দেখতেন, কে কোথায় হাগা-মোতা করলো। মোটা সাইজের আমার এক পেটলী স্ত্রীন ছিলেন। নাম তাঁর সওদা। আমি তাকে মাঝে-মাঝে ‘ফাট-কাও’ বলে ডাকতাম। তিনি মাইন্ড করতেননা। বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট ছিলাম বিধায় আমার কিশোর সুলভ ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হতেননা বরং মুচকি মুচকি হাসতেন। আমার প্রতি তাঁর খুব দরদ ছিল। আমার চোখের ভাষা তিনি বুঝতেন। তাঁর বয়স্ক দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বেরিয়ে যেতো। একদিন সামীকে বল্লেন ‘নবীজী, আমার বিছানায় আপনার রাত কাটাইবার দরকার নাই, আমার চেয়ে আপনাকে আয়েশার বেশী প্রয়োজন। আমার রাতটি আমি আয়েশাকে দান করিলাম।’ আনন্দে আমার চোখে জল আসলো, আর আমার স্ত্রীনদের গায়ে লাগলো আগুন। প্রসঙ্গত এখানে আরেকটা ঘটনার কথা বলে নেই। ঘটনাটা একদিকে যেমন আমার জন্য গৌরবের, অন্যদিকে খুবই লজ্জাস্কর। সামী যে রাত আমার ঘরে থাকতেন ঐ রাতে তাঁর বন্ধু-বান্ধবগণ আমার জন্য উপহার পাঠাতেন। শুনতে খারাপ লাগছে ! সাত গেরামকে জানিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে কেউ এসব করেনা তাইনা? আপনাদের যুগে যত খারাপ লাগছে, সে যুগের মানুষের কাছে ততো খারাপ ছিলনা। এ যুগে এমনটি হলে মেয়েরা লজ্জায় বাপের বাড়ি চলে যাবে। আমার কয়েকজন স্ত্রীন উম্মে-সালমার ঘরে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন তারা নবীজীকে বলবেন যে, রাত্রি বন্টনের সাথে-সাথে যেন উপহার বন্টনও সমভাবে হয়। একটি বিশ্ৰী কারবার না? এর অর্থ হলো-সারা দুনিয়া জেনে রাখুক নবীজী কোন্ দিন কোন্ স্ত্রীর ঘরে যাবেন। আর সে অনুসারে নবীজীর বন্ধু-বান্ধবকে তাঁর স্ত্রীদের ঘরে উপহার পাঠাতে হবে। তারা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে সত্যি সত্যি নবীজীকে তাদের দাবী জানিয়ে দিলো। আমার সামী একটু বে-কায়দায় পড়ে গেলেন। আকাশ থেকে জিব্রাইল ইমারজেন্সি ফ্লাইট করে সমাধান পত্র হাতে করে এনে নবীজীর সামনে তোলে ধরলেন। নবীজী তাদেরকে কোরআনের ভাষা দিয়ে জানিয়ে দিলেন- “তোমরা আয়েশার কথা বলে আমাকে বার-বার বিরক্ত করেনা, আল্লাহর কাছে আয়েশার মর্যাদা তোমাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশী। একমাত্র আয়েশারই বিছানায় অহী নাজেল হয় আর কারো নয়।” বাস, তাদের মুখে চিরদিনের জন্য স্টেইপ্লার মারা হয়ে গেল। সে যা-ই হউক, আমার ঐ রিসপেক্টেবল ফাট-লেডী এক রাতে পেশাব করতে বাইরে গেলেন। আমাদের সময়ে টয়লেট ইন্ডাস্ট্রি উন্নতমানের ছিলনা। আমরা মুক্ত-খোলা আকাশের নীচে স্নানন্দে বাহ্য-মুত্র ত্যাগ করতাম। সওদা বিবির বট-গাছ মার্কা শরীর হজরত ওমরের দৃষ্টি এড়াতে পারলোনা। বিড়ালের চোখের চেয়েও অধিক পাওয়ারফুল

ছিল ওমরের চোখ। ওমর হাক দিয়ে বলেন ‘ ওই সওদা, প্রশ্রাব করার আর যায়গা পেলিনা, একেবারে আমার চোখের সামনে এসে বসে গেলি।’ বেচারী কোন রকম শরীরটাকে টেনে টেনে এক দৌড়ে ঘরে এসে হাপাতে হাপাতে প্রাণ বের হবার অবস্থা। পরেরদিন ওমর নবীজীকে এতগুলো মহিলার সামনে কড়াকড়া নির্দেশ দিয়ে গেলেন, নবী পত্নীগণ যেন ঘোমটা-ঘামটা দিয়ে পেশাব-পায়খানা করেন। আকাশে ইমারজেন্সী সংসদ বৈঠক ডাকা হলো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পর্দার আইন পাশ হয়ে গেলো।

- আয়েশা আপনি বলেছেন- তেরো সতীনের ঘরে আপনিই একমাত্র মহিলা, যার নবীজীর সাথে বিয়ের আগে অন্য কারো সাথে বিয়ে হয়নি। তবে কোরআন শরীফের ‘আত-তাহরিম’ সূরাটি কার উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছিল? কে সেই মহীয়সী মহিলা?

- ওর কথা বলবেন না। তার নাম শুন্লে আমার গা’ ঘিন-ঘিন করে। একটা ক্বীতদাসী। বাঁদী হয়ে এসেছিল কোরায়েশ বংশের ঘর করতে। খুবই গরবিনী ছিল, বলতো- তার কুঁকড়ো চুলের মত সুন্দর আর কারো চুল নেই। সংসারে এসেই একটি বাচ্চাও দিয়ে দিল, যা নবীর আর কোন বিবি করেননি। ১৮ বছর বয়সে এসেছিল ৬০ বছরের মানুষের সংসার করতে। হাফসার মুখ থেকে সাফিয়ার রুমে ঘটিত তার কেলেঙ্কারীর ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর আর বেঁচে থাকার সাধ থাকেনা। আমি হলে আত্মহত্যা করতাম।

- তার নামটা কি ছিল?

- ম্যারিয়া বিন্তে কিবতিয়া, একজন খৃষ্টান যুবতী। মিশরের বাদশার ক্বীতদাসী ছিল।

- কিন্তু তিনিতো আপনারই মত ভায়রজিন ছিলেন, কোন বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা ছিলেন না।

- ওর আবার স্ত্রী-অস্ত্রী কি আছে? ওরাতো যার কাছে বিক্রী হয় তারই সম্পদ। সে যুগে দাস-দাসী তাদের মনিবদের সেক্স-টয় ছিল।

- কিন্তু শুনা যায়, এই সমস্ত দাসী-বাঁদী, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, অসহায় নারীদেরকে বিয়ে করে নবীজী তাদের মানসিক, আর্থিক, দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

- মিশরের বাদশার উপহার হয়ে শিরীন নামে তার আরেকটি বোন একই সাথে এসেছিল। তারও একজনের সাথে বিয়ে হয়েছিল। তার নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়নি? ওমরের মত শক্তিশালী নেতার কন্যা হাফসার কিসের অভাব ছিল? বিশ বৎসর বয়সের জোহাইরিয়া, পয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা উম্মে হাবিবা, উনত্রিশ বৎসর বয়স্কা উম্মে সালমার নিরাপত্তা দেয়ার মত মানুষ কি গোটা মদীনায় কেউ ছিলনা? আর আর্থিক নিরাপত্তা ! তাহলে ঐ কহিনীগুলো কি মিথ্যে?

- কোন্ কাহিনী?

- ঐ যে, চল্লিশ দিন ঘরের চুলোয় আগুন জ্বলেনি, পেটের ক্ষিদেয় পেটে পাথর বাঁধা, মা ফাতেমা সহ হাসান-হোসেনের একনাগাড়ে তিনদিন উপবাস, নাতীনদের ক্ষিদে জ্বালা নিবারণে দুটি খেজুরের জন্যে নানাজানের ইহুদীর কুপে জল-উত্তোলন ! কার নিরাপত্তা কে দেবে?

- আয়েশা আপনার প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, যখনই পৃথিবীর কোন মানুষ কোরআনের সুরা আত্-তাহরিম পড়বে, তখনই অবধারিতভাবে তার চোখের সামনে চারজন নারীর চেহারা ভেসে উঠবে। আপনি, মারিয়া, হাফসা ও সাফিয়া। সেই সাথে আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের তীব্র ক্ষোভ এবং ঐ কেলেঙ্কারী ঘটনাটাও। এখানে পাঠকদের উদ্দেশ্যে সুরাটির প্রথমাংশ তোলে দেয়া হলো-

‘হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন
আপনি কেন, আপনার স্ত্রীদিগকে খুশি রাখার লক্ষ্যে
তা হারাম মনে করবেন?
আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

(হে রমনীগন) আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন
শপথ থেকে তোমাদের মুক্তির উপায়।
আল্লাহ তোমাদের মালিক,
সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীকে একটি কথা
গোপনে বলেন,

অতঃপর স্ত্রী যখন সে গোপন কথা অন্যদেরকে বলে দিল
আল্লাহ নবীকে সে কথা জানিয়ে দিলেন
নবী তখন তাঁর স্ত্রীগণকে (আয়েশা ও হাফসাকে) কিছু বলেন
আর কিছু গোপন রাখলেন

তারা বলেন, আপনাকে কে বল্লো?

নবী বলেন, তিনি বলেছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সবজান্তা।
তোমরা দু’জনে ইতিমধ্যে অন্যায় করে ফেলেছো
যদি তওবা করে সংশোধন হয়ে যাও, তবে ভাল।

আর যদি নবীর বিরুদ্ধাচারণ করো

কিংবা নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়

একে অপরকে সাহায্য করো

তবে মনে রেখো, নবীর সাহায্যকারী আছেন

আল্লাহ্, মুমিনগণ, জিব্রাইল, ও আসমানের সকল ফেরেস্টা।

(আজ যদি) নবী তোমাদেরকে তালাক দেন

(কাল) হয়তো আল্লাহ্ নবীকে দিবেন

তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, আত্মসমর্পিতা, বিশাসিনী

অনুতাপকারিণী, বিনয়বনিতা, উপাসনাকারিণী

আজ্জাবহ, অ-কুমারী, ও কুমারী নারী।’

আগামী পর্বে সমাপ্ত-